রুদ্রের কথাটা মানতে পারলাম না

নুরুল্লাহ্‌ মাসুম

“নন্দিনি আফারে কই” শিরোনামে রুদ্রের সাম্প্রতিক লেখাটা আমাকে প্রচন্ড একটা ধাক্কা দিয়েছে। যদিও আগে থেকেই আমার ধারণা ছিল রুদ্র কোন ব্যক্তি নয়, কারো ছদ্ম নামে নিয়মিত কোন লেখক প্রয়োজনে রুদ্র সেজে অন্যকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছেন, তবে তিনি কে, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না। কেন বললাম যে রুদ্র কারো ছদ্ম নাম? কারণ আমার স্বল্পদিনের ভিন্নমতে উপস্থিতিতে দেখেছি যখনই কোন বিষয়ে ভিন্নমতে বিতর্কের অবতারণা হয়, তখনই বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ আবির্ভূত হন। কে জানে কোন দেবতা তাদের এখানে পাঠান। মনেপরে আমি যখন “হিসেব মিলেছে, উত্তরও পেয়েছি” নিয়মিত লিখে চলেছি তখন হঠাৎ করেই বেশ কয়েকজন দেবদুত আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখনই আমি লেখার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দিলাম, তাদের লেখাও বন্ধ হয়ে গেল। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন সে সময়ে, সে সকল দেবদুতের অবস্থান ছিল আমার বিপক্ষে এবং বিশেষ একটা গোষ্ঠীর পাক্ষে। এমন কি তখন তাদের লেখায় হুবহু মিলও আমি খুজে পেয়েছি। বিষয়টি আমাকে ছেলেবেলার একটা কৌতুক মনে করিয়ে দিয়েছিল।

পরীক্ষার খাতায় এক নকলবাজ ছাত্র তার সামনের বেঞ্চিতে বসা ছাত্রের খাতা দেখে লিখতে গিয়ে নিজের নামের জায়গায় সেই ছাত্রেও নাম ও রোল নম্বরও লিখে দিয়েছিল।

আমার সেই ধারাবাহিক লেখার জবাবেও আমি সে সময়ে দেখেছিলাম অমনটি। অবশ্য আজকাল সে সব দেবদুতের দেখা মেলা ভার।

হঠাৎ করেই আবারো হাজির হলেন সে সব দেবদুতের একজন, রুদ্র। রুদ্র যে কোন ভাষায় লেখেন, সেটা আমার জানা নেই। ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় হয়তো তিনি লেখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তবে ওটা যে ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা হয় না, বোধ করি তা তিনি নিজেও বোঝেন। তবু লিখছেন, কারণ বোধ হয়, তার তার ধারণা প্রবাসী বাঙালীরা ঢাকার আঞ্চলিক ভাষা জানেনা। সুতরাং গোলাপকে জবা বলে চালালে সহজেই বাজারে বিকোবে।

রুদ্রেও এবারের লেখাটাও একই রকম, এবং ওটা হতে বাধ্য। যেহেতু তিনি ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দা নন, এবং কখনোই সে ভাষায় তিনি কথা বলেন নি, হয়ত কাউকে বলতে শুনেছেন। সুতরাং শুদ্ধ ঢাকাইয়া ভাষা তিনি লিখবেন কেমন করে? আমি দীর্ঘ ১২ বছর পুরানো ঢাকায় থেকেও আজতক ঢাকাইয়া ভাষা রপ্ত করতে পারিনি। তবে শুনলে বুঝতে পারি, যিনি বলছেন তিনি খাটি ঢাকাইয়া কিনা।

রুদ্র মৌসুমী পাখি, প্রয়োজনে আসেন, আবার চলে যান। এবারের লেখায় রুদ্র বলেছেন ড. হুমায়ুন আজাদ যখন আক্রান্ত হন, তখন তিনি ঢাকায় ছিলেন। বেশ ভাল, থাকতেই পারেন। গ্রীণ কার্ডধারী এক ব্যাক্তি যে কোন সময়ে ঢাকা যেতে এবং আসতে পারেন। এবং তিনি

বলেছেন দীর্ঘ সাত বছর পরে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন। তাতেও আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি ড. আজাদের ওপর হামলার পরে লিখতে চেয়েছিলেন তার নিন্দা জানাবার জন্য। সেটাও সত্য। তবে যেটা সত্য মনে হয়নি, সেটা হল; তিনি বলছেন,

মাগার সাইবার কেফেতে
হালায় বরনসফট দাউনলোড করবার দিল না। আর হালাগু যেই ইন্টারনেটের লাইন, কোন কিচু
ডাউনলুড করতেই লাগে দুই দিন। হের লাইজ্ঝ্যা তহন আর দেওন যায় লাই।

আমার ধাক্কা খাওয়াটা এখানেই। কারণ রুদ্র জানেন না যে, ঢাকার ইন্টারনেট লাইন এখন কত উন্নত। ঢাকার প্রতিটি সাইবার ক্যাফে এখন চলে ব্রডব্যান্ড কানেকশনে। এবং আমার অভিজ্ঞতা বলে ঢাকার আই,এস,পি গুলো দুবাই বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের থেকেও উন্নত সেবা দেয় এবং লাইন স্পীড অনেক বেশী। ঢাকার ক্যাফেগুলো একটু বেশী টাকা খরচ করলেই অধিকতর ব্যান্ডউইথ পেতে পারে, যেটা আমরা এখানে আমিরাতে পেতে পারি না। এখানকার কানেকশন একমাত্র সরকারী আই,এস,পি "ইতি সালাত" সাইবার ক্যাফেগুলোর জন্য নির্ধারিত স্পীড ৫১২ কেপিবিএস লাইন সরবরাহ করে থাকে; পয়সা দিলেও এটা বারাবার কোন পথ নেই।

রুদ্রের ওই একটা বাক্যই প্রমান করে তিনি ঢাকা যাননি, কোন সাইবার ক্যাফেতে বসার প্রশ্নই আসে না। তিনি যা লিখেছেন, সেটা অনুমান নির্ভর। কেননা তা ধারণা আজো বংলাদেশ রাজনৈতক অবস্থানের মত করে মধ্যযুগীয় পর্যায়ে রয়ে গেছে। তিনি হয়তো ভুলে গেছেন অথবা জানেননা কারিগরী দিক দিয়ে বাংলাদেশ কতখানি এগিয়ে গেছে।

রুদ্রের ভাষা নিয়ে বলছিলাম, ঢাকাইয়া না হয়ে ঢক্যাইয়া ভাষা বলা বা লেখা কত কঠিন, সেটা তিনি তার লেখাতেই বারবার প্রমান করে চলেছেন। এখানে আর কোটেশন দেবার দরকার আছে বলে মনে করি না। পাঠক মাত্রই বিষয়টা বুঝে নিতে পারবেন।

অভিজিত নিজে রুদ্র কিনা তা আমি জানি না, তবে "নাম প্রকামে অনিচ্ছুক" একজন বলেছেন অভিজিত ই রুদ্র। ভাল কথা। তবে তিনি কেন নাম প্রকাশ করলেন না, সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। তিনি যেভাবে প্রমান করেছেন যে, অভিজিতই রুদ্র, সেভাবে আমি ফাইলের প্রপার্টিজ দেখার চেষ্টা করেছি, পাইনি কিছুই। তার অভিযোগটা স্বনামে করলে সেটা আরো পোক্ত হতো বলে আমি মনে করি।

এবিষয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই, যে কোন লেখক যে কোন নামে লিখতে পারেন, সেটা তার স্বাধীনতা। তবে এ প্রসঙ্গে সম্পাদকের একটা দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি। সাধারণ ভাবে আমরা জানি পত্রিকায় কোন লেখা পাঠ তে হলে লেখকের নাম ঠিকানা থাকতে হয়, সম্পাদককে তিনি অনুরোধ করতে পারেন, নাম-ঠিকারা প্রকাশ না করতে। বেনামী কোন লেখা কোন পক্রিতায় ছাপা হয় না।

ভিন্নমত/সদালাপ/যে কোন ওয়েব পত্রিকার সম্পাদকগণ কি পারেন না এ বিষয়ে একটা নিয়ম অনুসরন করতে? সেটা হওয়া উচিত এ রকম, লেখকের প্রকাশযোগ্য ই-মেইল ওয়েব বেইসড হলেও, সম্পাদককে পাঠানো ই-মেইল এড্রেস হতে হবে এফটিপি অর্থাৎ লোকাল আই এস পি কর্তৃক সরবরাহকৃত ই-মেইল এড্রস। ফলে লেখক কোথায় থাকেন তা সহজেই সম্পাদক জানতে পারবেন। এতে করে অযথা বিতর্কের

অবসান হবে বলে আমি মনে করি। অবশ্য সম্পাদক যদি মনে প্রানে এটা কামনা করেন, তবেই এটা হতে পারে। আর যদি সম্পাদক চান এমন বিতর্ক প্রয়োজন, এবং এটা তার পত্রিকার জন্য উপকারী, সেক্ষেত্রে "আমার বলার কিছু থাকে না"।

সবাই ভাল থাকুন। অযথা বিতর্ক না করে দেশের জন্য উপকারে আসে এমন বিষয় নিয়ে লিখুন।

নুরুল্লাহ্ মাসুম
দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
১ জুন, ২০০৪